১। সে অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গে, বিরাজ করে পরম রঙ্গে,
সাঁতার খেলে, প্রেম তরঙ্গে , পুলক অন্তরে।
সে যে প্রেমের বাধ্য ভবারাধ্য, মরিস কেন তপ তপস্যা করে।।
২। যোগী ঋষি দিবানিশি, তত্ত্বজ্ঞানী তত্ত্বমসি,
সাধন করে বলে বসি, থাকি অনাহারে।
তবু পায়না দেখা, বাঁকা সখা, যতদিন প্রেম নাহি সঞ্চারে।।
৩। প্রেমানুগা হও মন আগে, ডাক্‌রে তারে অনুরাগে,
কাজ কিরে তোর যোগে যাগে সাধ্য সাধন করে।
ছেড়ে সাধন ভজন পৈশাচ বৃত্তি, বসে থাক নিবৃত্তি আগারে।।
৪। ধন্য কলির যুগ ধন্য, জীবকে হইয়ে সু-প্রসন্ন,
জন্ম নিল শ্রীচৈতন্য, যশোমন্তের ঘরে।
এবার নিহেতু প্রেম দিবার জন্য, এসেছে মানব দেহ ধরে।।
৫। ওড়াকান্দি নিত্যধামে মত্ত আছে গোপীর প্রেমে,
গেলে পরে ভাগ্যক্রমে, দেখবি সে অধরে।
গোঁসাই গুরুচাঁদের দয়া বিনে, অশ্বিনী দেখবি কেমন করে।।

৮৮ নং তাল-ঠুংরী

পথ ছাড়রে ছ'জন বাদী।
আমি দেখতে যাই হরি গুণনিধি।।

১। পথে দিয়ে বিষয় কাঁটা, বসে আছে ছয় বেটা।
একেত সংসারের লেঠা, ঐ দুখেতে বসে কাঁদি।।
২। হরি দরশনে যাব, যাস যদি আয় সঙ্গে নিব।
প্রেমানন্দে সুখে রব, দেখ্‌ব ঐ রূপ নিরবধি।।
৩। তুইত আমার মিত্র ছিলি, তবে কেন শত্রু হ'লি।
করিস্‌ না আর জোরামালি, ভাল এবার চাওরে যদি।।
৪। হরি প্রেমের প্রেমিক হব, প্রেম সুধা লুটে খাব।
যম বেটাকে ফাঁকি দিব, সে সুখের আর নাই অবধি।।